দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..04 DEC 2016...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...২...

উপাচার্য ছাড়া চলছে ৪১ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

■ নিজামুল হক

দেশে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে ৮৮টির । আর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত উপাচার্য নেই ৪১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকির দায়িত্বে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) গণবিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলেছে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত উপাচার্যের স্বাক্ষর ছাড়া সনদের বৈধতা দেওয়া হবে না। ইউজিসির এই বিজ্ঞপ্তি জারির পর এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ইউসিজির তথ্য অনুযায়ী, দেশের ২৯ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ কোনোটিই নেই। এ ছাড়া ৬৪ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্য এবং ৪৭ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোষাধ্যক্ষ নেই।

গতমাসে উপাচার্য বিহীন ১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম প্রকাশ করে তাদের সনদ বৈধ হবে না বলে ঘোষণা দেয় ইউজিসি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করার পর বিভ্রান্তিও তৈরি হয়। বিজ্ঞপ্তি জারির পর সমালোচনার মুখে পড়ে ইউজিসি। ইউজিসি বলছে, এসব সনদ অবৈধ হবে, কিন্তু ডিগ্রি অবৈধ হবে এটা বলা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের অনাগ্রহই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ না হওয়ার প্রধান কারণ

গতমাসের তৃতীয় সপ্তাহে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অর্জিত ডিগ্রির মূল সনদ, উপাচার্য এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক স্বাক্ষরিত হতে হবে। আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি চার বছর মেয়াদে প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রো-ভিসি, এবং কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেবেন। কাজেই উক্ত পদে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কাউকে নিয়োগ দেওয়া আইনের পরিপন্থী। রাষ্ট্রপতির নিয়োগকৃত উপাচার্যের স্বাক্ষর ছাড়া সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইউজিসির ওই বিজ্ঞপ্তি জারির পর এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করে। এ ছাড়া যারা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন তারা বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাদের শংকা, যে সনদে ভর করে চাকরি পেয়েছেন তা যদি অবৈধ হয় তাহলে চাকরিও অবৈধ হবে।

রফিকুল ইসলাম নামে এক শিক্ষার্থী এই প্রতিবেদকের কাছে বলেন, 'এখন আমরা কী করবো। কোন ভিসি রাষ্ট্রপতি নিয়োগকৃত আবার কে নিয়োগকৃত নয়, এ তথ্য আমরা কী করে জানবো। এর দায় কেন আমরা নেব'।

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

উপাচার্য ছাড়া চলছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তবে ৪১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য না থাকলেও শুধু ১৮ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ অবৈধ ঘোষণা করায় তীব্র প্রতিক্রিয়াও দেখিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় তদারকির দায়িত্বে থাকা ইউজিসি সনদ বৈধ বা অবৈধ বলতে পারে কি না। এ ছাড়া উপাচার্য না থাকলেই যদি সনদ অবৈধ হয় তবে বর্তমানে ৪১ বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদও অবৈধ হওয়ার কথা। ইউজিসি কেন ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করলো।

এ ছাড়া ভিসিসহ অন্যান্য পদে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। নিয়োগ বিলম্ব হলে এর দায় কেন আমাদের হবে। চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার ইউসিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ইউজিসির এখতিয়ার নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, যে কেউ যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সনদ অবৈধ হলে তা বলার এখতিয়ার ইউজিসির আছে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান বলেন, কারো ডিগ্রি অবৈধ হবে না। রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ছাড়া কোনো উপাচার্য যদি সনদে স্বাক্ষর করেন সে সনদটিই শুধু অবৈধ হবে। তবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের স্বাক্ষরে পাওয়া অস্থায়ী সনদ বৈধ হবে। এ সনদ দিয়েই যে কোনো কাজ করা যাবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপাচার্য নিয়োগ পাবার পর তার স্বাক্ষরে স্থায়ী সনদ নিতে হবে শিক্ষার্থীদের।

ইউজিসির চেয়ারম্যান বলেন, গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগে আগ্রহ কম। ১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারির পর বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নিয়োগের প্রস্তাব জমা দেওয়া শুরু করেছে।

উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ নেই

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি, চিটাগং, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, গণবিশ্ববিদ্যালয়, দ্য পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, মানারত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজী এ্যান্ড সায়েন্সস, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া, রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, পুদ্দু ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজী, ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অভ ফ্যাশন এ্যান্ড টেকনোলজী, ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, জেড এইচ সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চিটাগং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজী ইউনিভার্সিটি, কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রনদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজী সৈয়দপুর, নাটোর এবং কুমিল্লা, দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্স, কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, এনপিআই ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। কুইন্স ইউনিভার্সিটি, ইবাসাই ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের দ্বন্দ্ব এবং কুইন্স ইউনিভার্সিটির শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর অনুমোদন নেই।

উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নেই

আশা ইউনিভার্সিটি, হামদর্দ ইউনিভার্সিটি, প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ বিশ্ববিদ্যালয়, এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি খুলনা, নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়।

শুধু উপাচার্য নেই

নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

উপাচার্য, উপ-উপাচার্য পদে নিয়োগে আগ্রহ কম

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের অনাগ্রহই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ না হওয়ার প্রধান কারণ। ইউজিসির কর্মকর্তারা বলছেন, এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থায়ী উপাচার্য, উপ-উপাচার্য না থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আর কোষাধ্যক্ষ না থাকায় আর্থিক বিধিবিধান পালন করা হচ্ছে না।

তারা আরো বলছেন, উপাচার্য, উপ-উপাচার্য পদে নিয়োগের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্রয়োজন। অভিজ্ঞদের ক্ষেত্রে বেতনও বেশি দিতে হয়। এসব কারণেই অনাগ্রহ রয়েছে। এছাড়া অস্থায়ী ভাবে নিয়োগ দেওয়া উপাচার্য, উপ-উপাচার্যদের সহজে চাকরিচ্যুত করা সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ পাওয়া উপাচার্য বা উপ-উপাচার্যদের চাকরিচ্যুত করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির। এসব গুরুত্বপূর্ণ পদের কর্মকর্তাদের অপসারণ করতে হলে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করতে হয়। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় তাদের অপসারণ করতে হয়। এ কারণে স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এসব পদে নিয়োগে অনাগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।